International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 01-12
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.01-12

ভারত ও মহাবিশ্বে ভূগোলের বিবর্তন: একটি শতবর্ষীয় অধ্যয়ন

অতনু সেন
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Geography had a havoc evolution recorded for last decades. A few earliest geographical researches got back about four thousand years ago through various explorations. At early stage the geographers tried to explore by travelling and prepared map of new places. In the very first chapter of geographical studies it was descriptive in nature and concerned with solving queries like 'what is where' on the universe and later on the question transformed as 'why it is there'. The Geographers now studying the locational activities rationally map making and exploring the reasons for such patterns. The spatial extent is then discussed on the basis of distribution of land forms, settlement, population, industry and agricultural practice. They successfully discover the true linkages and mobility between spaces and are successfully able to describe the spatial processes that are acting in this area extent.
Keywords: Geography, Map, Space, Universe, descriptive.

Introduction: আধুনিক ভারতীয় ভূগোল হল ব্রিটিশ, ফরাসি, রাশিয়ান (পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন) এবং আমেরিকানদের মত বিভিন্ন 'স্কুল' চিন্তার মিশ্রণ। যাইহোক, ভারতীয় ভূগোলে ব্রিটিশ স্কুল অফ থট এর প্রভাব বেশি প্রকাশ পায়।এটি যথাযথভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে- 'ব্রিটেন, ফ্রান্স, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানিতে বিকশিত ধারণাগুলির অনুরূপ ধারণাগুলি বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিবেশে উপস্থাপিত হয়েছিল এবং এই ধারণাগুলি ভৌগলিক পাণ্ডিত্যকে আকার দিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন জাতির'। তাই ভারতে আধুনিক ভূগোলের বিকাশ ছিল 'স্বাধীনভাবে নয়'; বরং, এর বিকাশ ছিল 'প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল' যেখানে আমরা প্রাচীন 'ইনপুট'-এর অভাব খুঁজে পেয়েছি।

জেমস এবং মার্টিনের (1972) মতামত অনুসারে: 'নতুন ভূগোল গ্রেট ব্রিটেন থেকে প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং আধিপত্যগুলিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই এলাকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রিটেনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রশাসনিক সংযোগ রয়েছে। ব্রিটিশ ভূগোলের অনেক স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য সমগ্র কমনওয়েলথ জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রেরণ করা হয়েছিল (Sharma, 2006)।
1920-এর দশকের মাঝামাঝি ভারতে ভূগোলের শৃঙ্খলার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের একটি জলাশয়। এই সময়েই ভারতের প্রথম ভৌগোলিক সংঘ গঠিত হয় এবং ১৯২০ সালে লাহোর (বর্তমানে পাকিস্তানে),

১৯২৪ সালে আলীগড় এবং ১৯২৭ সালে পাটনায় অধিভুক্ত কলেজে প্রথম স্নাতক শ্রেণির ক্লাস শুরু হয়। শৃঙ্খলার প্রথম বীজ রোপণ করা হয়েছিল। .

1788 সালে প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস রেনেল 1:3 মিলিয়ন স্কেলে হিন্দুস্তানের প্রথম মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। এই সাফল্যের পরে, গ্রেট ত্রিকোণমিতিক জরিপের ফলে চিহ্নিত গুরুত্বের জিওডেটিক তদন্ত হয়েছে। একটি আন্তঃসম্পর্কিত ত্রিভুজ সিরিজ তৈরি করে এবং একটি থিওডোলাইট ব্যবহার করে, সর্বোচ্চ শিখরের উচ্চতা সহ 79টি প্রধান হিমালয় পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

The Chronology of various Geographical Institutions: বিভিন্ন ভৌগলিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কালানুক্রম

Table: 1- The Geographic institution and their chronology

Sl. No.	Name of the Institute	Place	Year of establishment	Popular for activities related to
1	Survey of India (SOI)	Dehradun (Uttarakhand)	1767	Maps
2	Royal Botanical Garden	Calcutta (WB)	1787	Vegetation Experimentation
3	Geomagnetic Observatory	Mumbai (Maharastra)	1840	Tectonic movement
4	Geological survey of India	Calcutta (WB)	1851	Rocks and mineral studies
5	Census of India	Calcutta (WB)	1861	Population and demography
6	Archaeological survey of India	Calcutta (WB)	1861	Ancient culture
7	Indian Meteorological Department (IMD)	Pune (Maharastra)	1875	Climate
8	Forest Research Institute	Dehradun (Uttarakhand)	1906	Forestry and flora species.

Source: Collected information from various books and journals by the scholar

1851 সালে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক জরিপ খনিজ সম্পদ, বিশেষ করে কৌশলগত খনিজ এবং কয়লা শয্যাগুলি ব্রিটিশ-স্থাপিত রেলপথের জ্বালানী হিসাবে আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, বেশিরভাগ প্রধান ভূতাত্ত্বিক গঠনগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং উপমহাদেশ জুড়ে

অবস্থিত ছিল যা মূলত বিভিন্ন খনিজ সম্পদের বন্টন এবং/অথবা উপস্থিতির অবস্থানগুলি ম্যাপ করতে সাহায্য করেছিল। ভারতের সার্ভে এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কার্যক্রমের সাথে ভৌগলিক জ্ঞানের দিগন্ত ঊর্ধ্বমুখী বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ভারতে ভূগোলের অধ্যয়ন একাডেমিকভাবে অব্যক্ত এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন পর্যন্ত সংগৃহীত ভৌগলিক তথ্য এবং জ্ঞান উপমহাদেশের দুর্গম অঞ্চলে ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। ভূগোলকে রাজনৈতিক সম্প্রসারণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হতো। জরিপ এবং মানচিত্রগুলি কেবল ভৌগলিক তথ্য সংরক্ষণের জন্য সরঞ্জাম ছিল না, তবে পরিসংখ্যান বর্ণনা এবং সংকলন ছিল অতিরিক্ত সমর্থন (Sundaram, 1998)।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ভূগোলবিদ জন ওয়াকার 4 মাইল থেকে এক ইঞ্চি স্কেলে ভারতের অ্যাটলাস সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংকলনের কাজটি 1882 সালে শুরু হয়েছিল এবং ভারতের গ্রেট অ্যাটলাস শুধুমাত্র বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সম্পূর্ণ হয়েছিল।

গেজেটিয়ার, একটি ভৌগোলিক অভিধান যেখানে স্থানগুলির নাম এবং বর্ণনা বর্ণানুক্রমিকভাবে দেওয়া হয়েছিল, এটি ছিল 1817 সালে একজন জার্মান ভূগোলবিদ জন জি এইচ হ্যাসেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। 1881 সালের মধ্যে, ভারতের ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ারের নয়টি ভলিউম সেট ডব্লিউ এইচ দ্বারা সংকলিত হয়েছিল। হান্টার, কিন্তু 1907 সালে ভলিউমের সংখ্যা 26-এ বৃদ্ধি পায়। 1904 সালে পাস করা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, মানবিক এবং ভৌত বিজ্ঞান উভয় বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান এবং গবেষণা শুরু করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, কিন্তু কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে ভূগোলের শৃঙ্খলা প্রবর্তনের কোন উল্লেখ ছিল না। 1904 সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হওয়ার 16 বছর পরে স্নাতক স্তরে ভূগোল পাঠদান শুরু হয়েছিল এবং/অথবা 1920 সালে লাহোর, 1924 সালে আলীগড় এবং 1927 সালে পাটনায় অধিভুক্ত কলেজগুলিতে চালু হয়েছিল। যাইহোক, 1914 সালে গঠিত ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনকে কৃতিত্ব দিতে হবে, স্নাতক-গ্র্যাজুয়েট কলেজ স্তরে ভূগোল শিক্ষার প্রচারের জন্য, বিশেষ করে, যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পরিকাঠামো উপলব্ধ ছিল, যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে ভূগোল তার অগ্রাধিকারে ছিল না। পর্যায়. এটা ছিল ভূতত্ত্ব, ভূগোল নয়; যা আগে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা একটি একাডেমিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

Geographical Society and Association in British India: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বোম্বে জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিল ভারতের ভূমি ও জনগণের অত্যাবশ্যকীয় ভৌগলিক তথ্য সংগ্রহের সহজ কারণে। সোসাইটির কোনো ভারতীয় সদস্য ছিল না। যেহেতু বোম্বে জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি 1837 সালে কলকাতার রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে একীভূত হয়েছিল, তাই ভারতের ভূমি এবং জনগণের ক্ষেত্রে এটি কী অবদান রেখেছিল তা জানা যায়নি। একাডেমিক স্বার্থের চেয়ে সোসাইটির রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল।

যাইহোক, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে ভৌগোলিক সমাজ এবং সমিতিগুলি উদ্ভূত হয়েছিল সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে ভূগোলের স্নাতক শিক্ষা শুরু হয়েছিল:

1. কার্জন জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি, আলীগড় 1925
2. মাদ্রাজ জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, মাদ্রাজ 1926

3. পাটনা কলেজ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি, পাটনা 1929
4. ক্যালকাটা জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি, কলকাতা 1933
5. বোম্বে জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, 1935

বোম্বে জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ,যদিও ,ভূগোলের স্কুল শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টা ছিল ,তবে বাকি চারটি সমিতি/সংঘ ছিল পণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রারম্ভিক সংখ্যা তৈরি করেছিল যারা একাডেমিক এবং প্রয়োগ ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করেছিল। চারটি সমাজ ও সমিতি অ-ভূগোলবিদ ব্রিটিশ পণ্ডিতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) Singh, 2000) । যারা পৃথিবীর পৃষ্ঠ

Development of Geography in Modern India: যদিও ভারতে ভূগোলের বিকাশের শিকড় ব্রিটিশ আমলে নিহিত ছিল, তবে বিকাশটি ছিল 'অবধি', 'অসংলগ্ন' এবং 'বিচ্ছিন্ন' প্রকৃতির, কারণ ব্রিটিশ ভারতে শৃঙ্খলার খুব কম গ্রহণকারী ছিল। সম্ভাব্য কারণটি হতে পারে ভূতত্ত্বের ক্রমাগত প্রাসঙ্গিকতার সাথে শৃঙ্খলার পেশাদারিত্বের অভাব, বৃটিশরা উৎসাহিত ও সমর্থিত পৃথিবী-ভিত্তিক ঘটনার অধ্যয়নের পরিবর্তে। বৃটিশদের বিদায়ের প্রাক্কালে ভূগোলের অবস্থা দেশের ভূমি ও মানুষের আয়তনের বিবেচনায় উল্লেখ করা খুব কম ছিল। যাইহোক, ভূগোল বিভাগের সংখ্যা 1947 সালে 17 থেকে 1970 সালে 48-এ উন্নীত হয়। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠদান শুরু হয়েছিল এবং গত শতাব্দীর 1950-এর দশকে শৃঙ্খলা পেশাদারিত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করতে শুরু করে। যেহেতু শৃঙ্খলা সমগ্র বিশ্বে একটি অভূতপূর্ব দ্রুত হারে ধারণাগত এবং পদ্ধতিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, 1950 এর দশকের শেষের দিকে ভারতীয় ভূগোলের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল কিন্তু হারটি 'অভূতপূর্ব দ্রুত' ছিল না, বরং এটি বেশ ধীরগতির ছিল। সাধারণভাবে ভারতীয় ভূগোলের অবস্থার পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। তা সত্ত্বেও, অ-ভূগোলবিদরা তাদের গঠনমূলক পর্যায়ে ভূগোলের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রধান ছিলেন। তারা বেশিরভাগ ভূতত্ত্ব ও বাণিজ্য শাখার অন্তর্গত ছিল (Mishra, 2009)।

পরবর্তীকালে, ভূগোল শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত পেশাদাররা এই বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং/অথবা অ-ভৌগোলিকদের বিভাগগুলির প্রধান হিসাবে সফল হন। এই পরিবর্তনের প্রভাব সমসাময়িক ভারতীয় ভূগোলে ভূতত্ত্ব/বাণিজ্য-কেন্দ্রিক ভূগোল থেকে 'ভৌগোলিক-কেন্দ্রিক ভূগোল'-এ, অবশ্যই ব্রিটিশ স্বাদের সাথে। সমসাময়িক ভারতের ভূগোলের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারে অধিষ্ঠিত বেশিরভাগ লোকই ছিলেন ব্রিটিশ-প্রশিক্ষিত, এবং বিভাগগুলির প্রধান বা চেয়ারম্যান হিসাবে দীর্ঘ দশকেরও বেশি সময় ধরে ছিলেন। তাদের জনপ্রিয়ভাবে ভারতীয় ভূগোলের 'অগ্রগামী' বা 'দোয়েন' বলা হয়। যাইহোক, 1956 সালে একটি সরকারী সংস্থা, ন্যাশনাল অ্যাটলাস অর্গানাইজেশন, 'অ্যাটলাস অফ ইন্ডিয়া' নিয়ে কাজ শুরু করে এবং এটি স্বাধীন ভারতে ভূগোল শিক্ষা ও গবেষণাকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল (Dikshit, 1997)।

গত শতাব্দীর 1950 এবং 1960-এর দশকে ভারতে ভূগোল প্রথম প্রজন্মের ভূগোলবিদদের নেতৃত্বে প্রসারিত হয়েছিল যার মধ্যে এস.পি. চ্যাটার্জি, পি. দয়াল, আর.এল. সিং, এইচ.পি. দাস, জি.এস. গোসাল, বি. অরুণাচলম, এন.বি.কে. রেড্ডি, আর. বৈদ্যধন এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যথাক্রমে কলকাতা, পাটনা, বেনারস, গুয়াহাটি, চণ্ডীগড়, বোম্বে, তিরুপতি এবং ওয়াল্টেয়ারে বিভাগ তৈরিতে ভূমিকা উপেক্ষা করা যায় না। তবে তাদের অধিকাংশই গ্রেট ব্রিটেন থেকে বিশেষ করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি

ডিগ্রি অর্জন করেছে। 1964 সালে, ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন, যার সাথে ভারতীয় ভূগোল 1934 সাল থেকে যুক্ত ছিল, ভারতে বিজ্ঞানের পঞ্চাশ বছর - 1910-1960 শিরোনামে একটি পর্যালোচনা প্রকাশ করে, যেখানে ভারতীয় ভূগোলের অবস্থা এবং মাত্রার উপর একটি পৃথক আলোচনা ছিল, যার উপর ভিত্তি করে এস.পি. চ্যাটার্জির দ্বারা এই সময়ের মধ্যে পরিচালিত এবং/অথবা করা ভৌগলিক গবেষণার প্রকৃতি সম্পর্কিত উপলব্ধ এবং প্রকাশিত সাহিত্যের উপর।

Three major domains in Geography: অধ্যয়নের তিনটি বিভাগকে বিভক্ত করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল:

(1) ভৌত ভূগোল: ঐতিহাসিক অতীতের ভৌত ও ভূতাত্ত্বিক গঠনের অধ্যয়ন, বিভিন্ন শিলা সিরিজের অধ্যয়ন, মরুভূমি এবং শুষ্ক বৈশিষ্ট্যের অধ্যয়ন, হিমালয়ের অধ্যয়ন, মহান সমভূমি এবং অন্যান্য নদী-সমভূমির অধ্যয়ন, উপকূলীয় অঞ্চলের অধ্যয়নের উপর জোর দেয়। , ইত্যাদি;

(2) অর্থনৈতিক ভূগোল: যেখানে প্রধান জোর দেওয়া হয়েছে কৃষি, সেচ, খনিজ ও বিদ্যুৎ সম্পদ এবং শিল্পের উপর, বিশেষ করে, বিহার-বাংলা-উড়িষ্যা খনিজ অঞ্চলের বিশেষ উল্লেখ সহ; এবং

(3) সাংস্কৃতিক ভূগোল: যেখানে উদীয়মান শহুরে দৃশ্যকল্প, গ্রামীণ রূপবিদ্যা, স্থানান্তর, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং মানব ভূগোলের উপর প্রধান জোর দেওয়া হয়েছিল।

1968 সালে, এস.পি. চ্যাটার্জি ভূগোলের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন, যার শিরোনাম ছিল – ভারতে ভূগোলের অগ্রগতি, (1964-1968)। এটি এই সময়ের মধ্যে শৃঙ্খলায় করা কাজের পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। এটি দেশের প্রতিবেদনের প্রকৃতির বেশি ছিল।

সমীক্ষা প্রতিবেদনে সমসাময়িক ভারতীয় ভূগোলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে:
(1) উন্নয়ন এবং পরিকল্পনার সমস্যা সম্পর্কে উদ্বেগ;
(2) ফলাফলের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি, ভূগোলের গবেষণার সীমানা প্রসারিত হচ্ছে;
(3) গবেষণা পদ্ধতিতে পরিমাণগত কৌশলগুলির ক্রমবর্ধমান অভিযোজনযোগ্যতা;
(4) ভৌগলিক গবেষণায় পরিমাণগত কৌশল এবং মডেল গ্রহণ সত্ত্বেও সাধারণীকরণের অভাব; এবং
(5) ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ভৌগোলিক অধ্যয়নে পশ্চিমা মডেলগুলি গ্রহণ এবং প্রয়োগ করার প্রবণতা বাড়ছে।

দ্বিতীয় সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনাধীন সময়ের মধ্যে গবেষণার পাঁচটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে যার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক ভূগোল; সামাজিক ভূগোল; ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক ভূগোল; জনসংখ্যা এবং বসতি ভূগোল; আঞ্চলিক ভূগোল এবং পরিকল্পনা।

গবেষণার পাঁচটি বিস্তৃত ক্ষেত্রগুলির প্রত্যেকটিকে একাডেমিক এবং পেশাদার প্রাসঙ্গিকতার সাথে আরও কয়েকটি উপ-ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়েছিল। অর্থনৈতিক ভূগোলের ক্ষেত্রে কাজ করে সম্পদ ভূগোল, কৃষি ভূগোল, ভূমি-ব্যবহার পর্যালোচনা, শিল্প ভূগোল, এবং পরিবহন ও বাণিজ্যিক ভূগোল।
সামাজিক ভূগোলে, সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে গবেষণা কাজের প্রধান উপ-ক্ষেত্রগুলি ছিল বর্ণ ও জাতিসত্তা, উপজাতি সম্প্রদায়, ধর্ম, ভাষা ও উপ-ভাষা, সামাজিক পরিবর্তনের ভূগোল, সামাজিক ভূগোলের অবহেলিত এলাকা এবং প্রয়োগ। সামাজিক ভূগোলে পরিমাণগত কৌশল।

ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক ভূগোলের কাজগুলির মধ্যে অতীতের ঐতিহাসিক ভূগোলের অধ্যয়ন, অতীতের ঐতিহাসিক ল্যান্ডস্কেপের নির্মাণ এবং ম্যাপিং, রাজনৈতিক ভূগোল এবং আঞ্চলিক/স্থানিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ঘটনাগুলির অধ্যয়ন, এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভূগোল অন্তর্ভুক্ত ছিল।

জনসংখ্যা এবং বসতি ভূগোলে, গবেষণার প্রধান ক্ষেত্রগুলি ছিল জনসংখ্যার ভূগোল, গ্রামীণ বসতি ভূগোল এবং শহুরে ভূগোল। একইভাবে, আঞ্চলিক ভূগোল এবং পরিকল্পনায়, গবেষণার প্রবণতা আঞ্চলিক ভূগোল, আঞ্চলিক পরিকল্পনা, আঞ্চলিক বৈষম্য এবং আঞ্চলিক শ্রেণিবিন্যাসের দিকে ছিল।
ভূগোলের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা প্রকাশনার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত উপ-ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল:

1. ভূরূপবিদ্যা (Geomorphlogy)
2. অর্থনৈতিক ভূগোল (কৃষি ভূগোল, সম্পদ ভূগোল, বিপণন এবং পরিবহন ভূগোল) [Economic Geography/ Geography of Commerce]
3. আঞ্চলিক এবং তাত্ত্বিক ভূগোল (Regional Geography)
4. সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং চিকিৎসা ভূগোল (Social, Hisorical, Political and Medical Geography)
5. জনসংখ্যা এবং বসতি ভূগোল (Population and Settlement Geography)
6. নগর ভূগোল, আঞ্চলিক পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন (Urban Geography)
7. পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র (Environmnetal Geography)

In post 1975 the research trends in Geography: চতুর্থ সমীক্ষা প্রতিবেদনে গবেষণার প্রবণতা চিহ্নিত করা হয়েছে যা নির্দেশ করে:
(1) পরিমাপ গ্রহণ (পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি এবং কৌশল),
(2) মডেল বিল্ডিংয়ের উপর ক্রমবর্ধমান জোর,
(3) ডেটা পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনায় অগ্রগতি,
(4) প্রক্রিয়াকরণ গবেষণা বিশ্লেষণে অগ্রগতি,
(5) সামাজিক প্রক্রিয়ার উপর জোর দেওয়া,
(6) স্থান এবং সাংস্কৃতিক ঘটনা সঙ্গে ডেটা ইন্টিগ্রেশন প্রক্রিয়া, এবং
(7) স্থানিক উন্নয়নে গবেষণার অন্তর্নিহিততা।

1. **পরিমাণ নির্ধারণ: (Quantitative Analysis):** শারীরিক, মানবিক এবং সামাজিক ভূগোলের চলমান গবেষণার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি এবং পরিমাণগত কৌশলগুলির প্রয়োগ খুব সাধারণ হয়ে উঠেছে। পর্যালোচিত সময়ের মধ্যে গবেষণাপত্রের অর্ধেকেরও বেশি গবেষণাপত্রে পরিমাণ নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি ভালভাবে অনুভূত এবং গৃহীত হয়েছে।

ভারতীয় ভূগোলবিদরা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন যে পরিসংখ্যানগত এবং পরিমাণগত কৌশলের সাহায্য ছাড়া, তথ্য উপস্থাপন করা এবং ঘটনাগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে বর্ণনা করা কঠিন। এই প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে স্নাতকোত্তর স্তরে ভূগোলের পাঠ্যক্রমে পরিমাণগত পদ্ধতির উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছিল। পরিমাণগত কৌশলের প্রয়োগ ফ্লুভিয়াল জিওমরফোলজি, মরফোমেট্রিক বিশ্লেষণ, কৃষি দক্ষতা, ফসল-সংশ্লিষ্টতা, উৎপাদনশীলতা, কৃষি

আঞ্চলিককরণ, পরিবহন অধ্যয়ন, বাজারের শ্রেণিবিন্যাস, দেশীয় বাজার সম্ভাবনার মূল্যায়ন, বিপণন অঞ্চলের সনাক্তকরণ এবং বিপণন ক্ষেত্রে আরও সাধারণ হয়ে উঠেছে। বসতি নিদর্শন অধ্যয়নভূগোলের খুব কমই কোনো উপ-শাখা পরিমাপের ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য ছিল; এমনকি রাজনৈতিক ভূগোল, বিশেষ করে নির্বাচনী ভূগোল, পর্যালোচনার সময় পরিমাপের অভিজ্ঞতা হয়েছে (Livingstone & Withers, 2005)।

যাইহোক, কিছু ক্ষেত্রে, পরিমাণগত কৌশলগুলির প্রয়োগ এই কারণে বিপর্যয়কর প্রমাণিত হয়েছে:

(i) পরিসংখ্যান এবং গণিত জ্ঞানের অভাব, এবং

(ii) বিশ্লেষণের জন্য পরিসংখ্যান/গাণিতিক কৌশলের ভুল পছন্দ। তবে এটা অস্বীকার করা যায় না যে ভারতীয় ভূগোলবিদদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই পরিসংখ্যান এবং গণিতের সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং ফলস্বরূপ কিছু প্রকাশনাকে অকল্পনীয় বলে মনে করা হয়েছিল।

2. মডেল বিল্ডিং: গত কয়েক দশক ধরে তাত্ত্বিক ভূগোলের উপর ক্রমবর্ধমান জোর মডেল-বিল্ডিংয়ের কাজ করার দিকে পরিচালিত করে। কৃষি, বিপণন, পরিবহন এবং নগর ভূগোলের পাশাপাশি আঞ্চলিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মডেলের ব্যবহার বেশ সাধারণ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু, এটা সত্য যে ভারতীয় ভূগোলবিদরা কোনো আদিবাসী 'ভারতীয়' মডেল তৈরি করতে পারেনি এবং তারা অ্যাংলো-আমেরিকান ভূগোলবিদদের দ্বারা বিকশিত মডেলগুলিকে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রয়োগ করেছে। সমসাময়িক ভারতীয় ভূগোলবিদরা ভারতীয় পরিস্থিতিতে তাদের অধ্যয়নের জন্য এই ধরনের 'পশ্চিম-উন্নত' মডেলের প্রয়োগ খুব বেশি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দেয়নি।

Data observation and Management in Geography (Post 1990): ভৌগলিক গবেষণার প্রধান ক্ষেত্রগুলি আংশিকভাবে ভৌত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এবং আংশিকভাবে সামাজিক বিজ্ঞানে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সঠিক ধরনের তথ্য-গুণগত এবং পরিমাণগত-এর প্রাপ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দীর্ঘকাল ধরে ভারতে ভূগোলের গবেষণা শুধুমাত্র অভিজ্ঞতামূলক অধ্যয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যদিও ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণকে উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। কিন্তু, পর্যালোচনাধীন সময়কালে, অভিজ্ঞতামূলক এবং ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি, ভৌগলিক তথ্য ও তথ্যের প্রধান উৎস ছিল ভারতের সার্ভে-এর টপোগ্রাফিক ম্যাপ এবং সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া এবং ন্যাশনাল অ্যাটলাস এবং থিমেটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশন (NATMO) এর প্রশাসনিক ও বিষয়ভিত্তিক মানচিত্র। ভূগোল গবেষণার জন্য ডেটার গৌণ উৎসগুলি খুব বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্নাবলী, সময়সূচী, মাঠ জরিপ এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক জরিপটি, তবে, এমফিল গবেষণামূলক গবেষণা, ডক্টরাল থিসিস এবং অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মতো গবেষণা প্রকল্প সহ বিভিন্ন ধরণের গবেষণায় একটি প্রেরণা পেয়েছে। যাইহোক, এই ক্ষেত্র-ভিত্তিক গবেষণা জড়িত তুলনামূলকভাবে কম ছিল। পর্যালোচনাধীন সময়কালে গবেষণার প্রবণতা অনেক বেশি উন্নয়নমুখী ছিল, গবেষণার মান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূগোলের সকল উপ-শাখায় উপলভ্য তথ্যের মানের উপর নির্ভরশীল ছিল। যাইহোক, তথ্য-সংগ্রহের সংস্থাগুলি স্থানিক অভিযোজনের প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক বলে পাওয়া যায়নি। মানসম্পন্ন এবং অনুমানযোগ্য গবেষণা কাজের জন্য জাতীয়, রাজ্য, জেলা, ব্লক এবং গ্রাম-স্তরে আপ-টু-ডেট ডেটার প্রয়োজন ছিল। উন্নয়ন-ভিত্তিক গবেষণা কাজ কৃষি, ভূমি ব্যবহার, পরিবহন, বিপণন এবং নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল।

Process Analysis (Post 2010): সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াগুলি, ক্রমাগত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর মহাকাশ বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে, মৌলিক ভৌগলিক গবেষণায় উল্লেখযোগ্য মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। একটি প্যাটার্ন-জোর করার প্রক্রিয়ার মধ্যে কাজ করে, ভারতে পেশাদার ভূগোলের শুরু থেকে ভূগোলের গবেষণা বেশ কয়েকটি নতুন দিকে প্রসারিত হয়েছে। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মানবিক সম্পর্ক, দারিদ্র্য ও পুষ্টি, আবাসন, পরিবহন এবং নগর পুনর্নবীকরণ এবং পুনঃউন্নয়নের মতো জনসাধারণের নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে ভূগোলবিদদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কারণে এই ধরনের অনেক উন্নয়ন শুরু হয়েছিল।

সামাজিক প্রক্রিয়া (Social Process): 1970 এবং 1980 এর দশকে, ভূগোলবিদদের একটি ক্রমবর্ধমান সংখ্যক সামাজিক, সেইসাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক প্রক্রিয়াগুলি অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে যা স্থানিক কাঠামো এবং মানব সমাজের মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। সামাজিক প্যাটার্ন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক অধ্যয়ন করার জন্য এটি সামাজিক ভূগোলের জন্য একটি নতুন ক্ষেত্র। 'সামাজিক ভূগোলের সুযোগ হল সামাজিক গোষ্ঠীর স্থানিক নিদর্শন এবং তাদের সামাজিক পরিবেশ/পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে, সামাজিক ক্রিয়াকলাপের নোডগুলির অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং বাহ্যিক সম্পর্ক এবং সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন চ্যানেলের উচ্চারণ সম্পর্কে অধ্যয়ন করা।' সামাজিক ভূগোলের গবেষণার প্রধান উপক্ষেত্রগুলি হল রাজনৈতিক, চিকিৎসা, শিক্ষা, পর্যটন ভূগোল, অর্থনৈতিক ভূগোল এবং সেইসাথে ধর্মের ভূগোল।

Assimilation of Spatial phenomena and regional sciences (Post 2010): সিস্টেম বিশ্লেষণ বা সিস্টেম পদ্ধতি সমন্বিত সমস্যার অধ্যয়নের জন্য একটি নতুন মাত্রা প্রদান করেছে।

সামগ্রিক ভূ-স্থানিক (ভৌগলিক) সিস্টেমে তিনটি প্রধান উপ-প্রণালী রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে:
(i) মানব উপ-ব্যবস্থা,
(ii) ভৌত উপ-ব্যবস্থা, এবং
(iii) একটি কার্যকলাপ সাবসিস্টেম।

ভূগোলবিদদের ভূমিকা হল একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উপ-সিস্টেমের উপাদানগুলির স্থানিক গঠন এবং স্থানিক মিথস্ক্রিয়া বোঝা। এই প্রসঙ্গে, আঞ্চলিক ভূগোল একটি নির্দিষ্ট এলাকায় তিনটি সাবসিস্টেমের মিথস্ক্রিয়া এবং সংশ্লেষণকে প্রতিফলিত করে। যাইহোক, বর্তমানে, ঐতিহ্যগত আঞ্চলিক অধ্যয়নের পরিবর্তে আঞ্চলিক পরিকল্পনা এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন অধ্যয়ন করা হচ্ছে যা কখনও পদ্ধতিগত এবং কখনও কখনও উন্নয়নমূলক ছিল। গবেষণার এই দিকটি ভারতীয় ভূগোলবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল শুধু এই সময়েই নয়, এক দশক বা দুই দশক আগেও। ভূগোলের গবেষণার এই লাইনে চেতনার বর্তমান প্রবণতা দেখায় যে এটি আরও প্রসারিত হবে এবং উভয় পদ্ধতিগত এবং উন্নয়নমূলক গবেষণাকে তীব্র করবে

Implication of recent development of Geography (Post 2020): মহাকাশ হল ভৌগলিক গবেষণার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান। নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক ভূগোলের বিভিন্ন উপ-শাখায় স্থানিক উন্নয়নের অধ্যয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল (Cresswell, 2013)। আমাদের দেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বর্তমান প্রেক্ষাপটে, গবেষণার প্রবণতা, এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন ভৌগোলিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত, স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয়

প্রয়োজনীয়তার সাথে মেলে। এটি লক্ষ করা যেতে পারে যে এটি ছিল ভারতে ভূগোলের সমসাময়িক গবেষণায় সবচেয়ে ইতিবাচক অগ্রগতি যার অপরিসীম প্রয়োগ মূল্য ছিল অর্থনৈতিক ভূগোলে, কৃষি আঞ্চলিককরণ এবং উন্নয়ন, পরিবহন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাজার কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস এবং পরিষেবার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, খরা-প্রবণ এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত গবেষণায় স্থানিক উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। একইভাবে, নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ উন্নয়ন সমস্যা সম্পর্কিত মাইক্রো-লেভেল থেকে ম্যাক্রো-লেভেল স্টাডিতে চলে গেছে। শহুরে ভূগোলে, গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়নগুলি শহরের কার্যকরী শ্রেণীবিভাগ এবং নগর কেন্দ্রগুলির শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত ছিল। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ, নয়া দিল্লি দ্বারা পরিচালিত ভূগোলের উপর পরপর চারটি সমীক্ষা, একটি উল্লেখযোগ্য দিক প্রকাশ করে যে স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় ভূগোল কোনও 'অভিব্যক্তিমূলক' দ্বিধাবিভক্তি ছাড়াই বহু-দিকনির্দেশক উপায়ে এগিয়েছে (Dayal, 1994)।

Geographical Societies and Geographical Journals and Periodicals: বেশিরভাগ নেতৃস্থানীয় বিভাগ, যাদেরকে বিশেষ চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল, তারা তাদের নিজস্ব ভৌগোলিক সমিতি এবং সমিতিগুলিকে আরও ভৌগোলিক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ শুরু করেছিল। 2000 সাল নাগাদ, ভারতে প্রায় 50টি সমিতি এবং সমিতি ছিল। যাইহোক, তাদের বেশিরভাগই সেই কলেজগুলির সাথে আবদ্ধ ছিল যেখানে ভূগোল বিভাগ ছিল। নিঃসন্দেহে, ভৌগোলিক সমাজগুলি শৃঙ্খলার বিভিন্ন উপ-শাখায়, বিশেষ করে কেন্দ্র এবং/অথবা বিভাগগুলিতে, যেখানে ভৌগোলিক সমাজগুলি অস্তিত্বে এসেছে, ভৌগোলিক শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়নের প্রচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যদিও সমাজগুলি বেশিরভাগই অ-ভৌগোলিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, তবে তারা তাদের গতিশীল নির্দেশনায় সময়ের সাথে সাথে বিকাশ লাভ করেছিল। এই সমাজগুলি ভূগোলের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল, বিশেষ করে স্বাধীনতার পরে, জার্নাল এবং সাময়িকী প্রকাশ করে এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক সেমিনার, কর্মশালা এবং গ্রীষ্মকালীন স্কুলের(Summer School) আয়োজন করে। যাইহোক, এই ভৌগোলিক সমাজগুলি জাতীয় না হয়ে চরিত্রে বেশি আঞ্চলিক। এই সোসাইটির জার্নাল এবং সাময়িকীতে এ পর্যন্ত প্রকাশিত বেশিরভাগ কাগজপত্র স্থানীয় এবং/অথবা আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করে। তবুও, ভারতীয় ভূগোলে পেশাদারিত্বের বিকাশের সাথে গবেষণা প্রকাশনায় আঞ্চলিক পক্ষপাতের কোনো সম্পর্ক নেই (Columbia Press, 2012)।

স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই ভূগোলের পাঠদান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ভৌগোলিক শিক্ষাদান ও শিক্ষার নতুন কেন্দ্রগুলির সাথে সংযুক্ত আরও কয়েকটি জাতীয় ও রাজ্য স্তরের ভৌগলিক সমাজের উদ্ভব ঘটে। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ জিওগ্রাফারস, পুনে, অ্যাসোসিয়েশন অফ পাঞ্জাব জিওগ্রাফারস, রাজস্থান জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ জিওগ্রাফারস অফ বিহার ও ঝাড়খণ্ড।

Table:2- Main Branches and their Proponents in Indian Geography

Branches of Geography	Major Proponents
Regional Development and Planning	C. D. Deshpande; K. V. Sundaram; C.R. Pathak; R. P. Mishra;
Urban Geography	R L Singh; R.B. Singh; R. Ramachandran

Climatology	P Dayal
Regional Geography	O. H. K. Spate; L S Bhat
Administrative Geography	Gopal Krishan; Suryakant
Agricultural Geography	M.Shafi; Jasbir Singh; Majid Hussain
Geography of Health	Rais Akthar; Jayati Hazra; Jayashree De
Geomorphology	H.L.Chibber; S.P.Chatterjee; R.P.Singh; Enayat Ahmad; Savindra Singh; S. R. Basu; S.C.Mukhopadhay; V.S.Kale; A. Kar;
	R.C.Tewari
Gender Geography	Saraswati Raju
Political Geography	R.D. Dikshit; C.P.Singh; R.L.Dwivedi; Swaranjeet Mehta; S.Adhikari; R.N.P.Sinha;
	Govind Saran Singh
Population Geography	G.S.Gosal; R.C.Chandana; Gopal Krishan;
	Swaranjeet Mehta; M.S.Gill
Social Geography	A.Ahmad, M.Ishtiaque
Cultural Geography	A.B.Mukherji; Kashi Nath Singh
Economic Geography	S.P.Chatterjee
Resource Geography	R.P.Mishra; B. Thakur
Transport Geography	H.Ramachandran

Source: Rana (2013) Evolution of Modern Geographical Thinking and Disciplinary Trends in India, p.2.

Future aspects and development of Geography: পরিবেশ, সমাজ ও রাজনীতির আঞ্চলিক দৃশ্য ভবিষ্যতে আরও জটিল হতে চলেছে। এটি উদীয়মান দৃশ্যকল্প বোঝা, বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করার জন্য ভূগোলবিদদের একটি উচ্চ স্তরের দক্ষতার জন্য আহ্বান জানায়। ভারতীয় ভূগোলকে অবিলম্বে নতুন চ্যালেঞ্জে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে তার প্রতিচ্ছবিকে তীক্ষ্ণ করতে হবে (Abler et al, 1992)। ভারতীয় ভূগোলবিদদের অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে কেন তারা থিম বা পদ্ধতি গ্রহণের উদ্যোগ হারিয়েছে যা সহজাতভাবে ভৌগলিক প্রকৃতির ছিল। এর মধ্যে রয়েছে, বিশেষ করে, পরিবেশগত অধ্যয়ন, ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনা। অন্যান্য শৃঙ্খলা এবং পেশাগুলি নেতৃত্ব দেয় (Agnew & Corbridge, 1989)। আমরা, ভূগোলবিদ, সহজভাবে অনুসরণনতুন সহস্রাব্দকে ভারতীয় ভূগোল রেজিমেন্ট করার জন্য একটি উপযুক্ত সময় হিসাবে কল্পনা করা উচিত। আমাদের অবশ্যই আমাদের শৃঙ্খলার চেতনা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। যে কোনো থিমের তাত্ত্বিক এবং অভিজ্ঞতামূলক মাত্রার মিশ্রণ আমাদের গবেষণার কাজে নিজেকে প্রকাশ করা উচিত, এবং ক্ষেত্রের কাজ অবশ্যই আমাদের শক্তি হতে হবে। ভারতীয় ভূগোল সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত (Agnew, 1987)। এটি অবশ্যই তার দৃশ্যমানতা আরোপ করবে এবং এর উপস্থিতি অনুভব করবে। এটি অবশ্যই এমন অবস্থানে থাকতে হবে যে 'এটি শুধুমাত্র আমিই করতে পারি' এবং অন্যদের স্বীকার করা উচিত যে 'হ্যাঁ, এটি

কেবল আপনিই করতে পারেন'। ভারতীয় ভূগোলকে সেই থিমগুলিতে আরও বেশি মনোনিবেশ করা উচিত যেখানে আমাদের দক্ষতা বেশি। এর মধ্যে রয়েছে ইকো-ডেভেলপমেন্ট, এরিয়া স্টাডিজ, আঞ্চলিক উন্নয়ন, পাবলিক পলিসি এবং ভৌগলিক শিক্ষা ইত্যাদি। আমাদের শৃঙ্খলার ভবিষ্যত পেশাদার সুযোগ মূলত ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থার প্রচারের মধ্যে নিহিত (Agnew, 1992)। কার্টোগ্রাফির একটি সাউন্ড বেস এই উদ্দেশ্যে আবশ্যক।' প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় ভূগোলের বিকশিত সুযোগ একটি পলি-সাইক্লিক ল্যান্ডস্কেপের মতো। এটি বিভিন্ন যুগের অন্তর্গত ভৌগলিকগুলির মধ্যে একটি সহ-অস্তিত্ব প্রদর্শন করে। সেরা এবং বাকি একসঙ্গে যান. কারো কারো জন্য, ভারতীয় ভূগোল একটি ধারাবাহিক সাফল্য এবং একত্রীকরণের গল্প; অন্যদের জন্য, এটি তার উন্নতির জন্য অনেক জায়গা ছেড়ে দেয়।

Conclusion: Alam (2009) কথায় ভারতে ভূগোলের বয়স মাত্র 50 বছর, অথচ আধুনিক ভূগোল 150 বছরের পুরানো একটি একাডেমিক এবং প্রয়োগ শৃঙ্খলা হিসাবে। এই যে মানে ভারতীয় ভূগোল আধুনিক ভূগোলের চেয়ে অনেক ছোট। এর কারণ পাওয়া যাবে পানিক্কর 1955 সালে যা বলেছিলেন – ভূগোল সর্বদাই এক মহান এবং ভারতীয় জ্ঞানের সবচেয়ে দুঃখজনক ফাঁক। এমনকি ভূগোলকেও আমরা পুরোপুরি অবহেলা করেছি যখন ঐতিহাসিক ঘটনা ভৌগলিকভাবে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। একটি জাতি শুধু অবহেলা করতে পারে ভূগোল শুধুমাত্র তার বিপদে। স্পষ্টতই, ভারতীয় ভূগোল আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের দিকে। ভিত্তি স্বাধীনতার পর ভূগোলবিদরা এখন অবসরে যাচ্ছেন নতুন উদ্ভাবিত বা প্রবর্তিত পদ্ধতি বা গবেষণা কৌশল দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা, যেমন রিমোট সেন্সিং, পরিমাণগত বিশ্লেষণ এবং জিআইএস। একই সঙ্গে ভারতীয় ভূগোলবিদরা এখন তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক সীমানা অতিক্রম করতে শুরু করেছেন, প্রকৃতপক্ষে এমনকি গবেষণা বিষয়ের জন্য বিশ্বের বাকি ভারতীয় ভূগোলের একটি পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গড়ে তোলা সময়ের প্রয়োজন যা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক এবং বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা হিসাবে এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রদান করতে পারে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ফিজিও-প্রযুক্তিগত অগ্রগতির একটি অর্থপূর্ণ সংশ্লেষণ, আমাদের অভ্যাস এবং বাসস্থান, সেইসাথে আমাদের সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ এবং যে আরো হতে পারে সারগর্ভ, উৎপাদনশীল এবং সন্তোষজনক। আধুনিক ভারতীয় ভূগোলে যদি পৌঁছাতে হয় বিজ্ঞানের অবস্থা, আমাদের জীবন এবং জীবনযাত্রার সমস্যাগুলি অধ্যয়ন শুরু করতে হবে। যদি না আমরা চিহ্নিত করি এসব সমস্যার ভৌগলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যা চাইতে পারে ভারতীয় ভূগোল নেই।উপসংহারে বলা যায়, ভারতে আদিবাসীদের বিকাশের প্রবণতার অভাব রয়েছে মডেল এবং পদ্ধতি এবং ভারতে পশ্চিমা বিশ্বের ভূগোলের উপর নির্ভরশীল অনেক দূর এসেছে।

স্বাধীনতার পর এটি একটি স্বাধীন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ক্ষেত্র এবং এর মাধ্যমে বাস্তবতা মোকাবেলা করে বিজ্ঞানের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছে উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনায় অবদান (Ghosal, 2007)।

Reference:

1) Abler, R. F., Marcus, M. G., & Olson, J. M. (eds.). (1992). Geography's Inner Worlds: Pervasive Themes in Contemporary American Geography. New Brunswick, N.J., Rutgers University Press.

2) Abler, R. F., Adams, J. S., & Gould, P.R. (1971). Individual spatial decisions in a descriptive framework. In: Spatial Organization: The Geographer's View of the World. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.
3) Agnew, J. A. (1992). Place and politics in post-war Italy: A cultural geography of local identity in the provinces of Lucca and Pistoia. Pp. 52-71 in Inventing Places: Studies in Cultural Geography, Kay Anderson and Fay Gale (eds.). Melbourne, Longman Cheshire.
4) Agnew, J. A., & Corbridge, S. (1989). The new geopolitics: The dynamics of political disorder. Chapter 10 in A World in Crisis: Geographical Perspectives, R.J. Johnston and P.J. Taylor (eds.). Oxford: Basil Blackwell.
5) Agnew, J. A. (1987). Place and Politics: The Geographical Mediation of State and Society. Boston, Allen & Unwin.
6) Alam,S. (2009) "The State of Geography in Indian Schools: Reflection and Action" in Ravi S. Singh (ed.) Indian Geography in 21st Century: Young Geographers Agenda,Cambridge Scholars Publishing,UK,pp84-107
7) Columbia University Press. (2012). The Columbia Electronic Encyclopedia (6th Ed.). Columbia University Press. All rights reserved.
8) Cresswell, T. (2013). Geographic Thought: A Critical Introduction. Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-405-16939-4.
9) Dayal, P.(1994) " The Agenda of Indian Geography" presidential address 17th IGC Anu Kapur (ed.) Indian Geography: Voice of Concern, Concept, New Delhi, pp 316-330.
10) Dikshit, R. D. (1997). Geographical Thought: A Contextual History of Ideas. PHI Learning. ISBN: 8120311825, 9788120311824.
11) Ghosal, S. (2007). Contents of Economic Geography: An Interdisciplinary Approach. *Geographical Review of India*, Vol. 69 (3), p. 293 – 298.
12) Livingstone, D. N., & Withers. C. W. J. (Eds.) (2005). Geography and Revolution. University of Chicago Press, ISBN-13: 978-0226487335.
13) Mishra,A.P. (2009) " Geographical Explanation of Contemporary Spatial Dynamics" in Ravi S. Singh (ed.) Indian Geography in 21st Century: Young Geographers Agenda,Cambridge Scholars Publishing,UK,pp37-60.
14) Rana, L. (2013). Evolution of Modern Geographical Thinking and disciplinary Trends In India. *The Association for Geographical Studies*, 8(1). 1-35.
15) Sharma, P.R.(2006) " The Nature of Geography in 21st Century: An appraisal" National Geographical Journal of India, vol. 52(3-4) pp 106-114.
16) Singh, R, P, B.(2000) " Identity of 'India' and 'Indianness', and Geography in India" in Ravi S Singh (ed.) Indian Geography: Perspectives, Concerns and Issues, Rawat ,Jaipur,pp 25-64.
17) Sundaram, K.V.(1998) "Subnational Development and Underdevelopment" presidential address 21st IGC Anu Kapur (ed.) Indian Geography: Voice of Concern, Concept, New Delhi, pp 380-396.